গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৩তম সভা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখ বিকেল ৩.৩০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ এর সভাপতিত্বে তাঁর অফিস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আলী মোস্তাফা চৌধুরী - কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯-০৬-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯-০৬-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ২৯-০৬-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ১২তম সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

(ক) খুলনা বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ষ্টাফ বাস ভাড়াকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিআরটিসি থেকে ২টি বাস ভাড়া করার জন্য ০৫-০৫-২০১১ তারিখে ম্যানেজার, বিআরটিসি, শিরোমনি, খুলনা বরাবরে পত্র দেয়া হলে বিআরটিসি, খুলনা কর্তৃক কাটাখালী থেকে বিভাগীয় কমিশনারের অফিস আসা-যাওয়া ৫০ কিমি: প্রতি দিন টা: ৫,২০৮/- হিসেবে প্রতি গাড়ি (প্রতি মাসে ২২ দিন) টা: ১,১৪,৫৭৬/- এবং ফুলতলা হতে বিভাগীয় কমিশনারের অফিস আসা-যাওয়া ৮৪ কিমি: প্রতি দিন টা: ৪,৩৭৪/- হিসেবে দু'টি গাড়ীর ভাড়া টা: ৮,৭৪৮/- হিসেবে (প্রতি মাসে ২২ দিন) টা: ১,৯২,৪৫৬/- অর্থাৎ প্রতি মাসে ৩টি গাড়ীতে মোট টা: ৩,০৭,০৩২/- বিআরটিসিকে প্রদান করতে হবে বলে জানিয়েছে। সেক্ষেত্রে ১নং রুটে ১টি গাড়ী থেকে টা: ১১,০০০/- এবং ২নং রুটে ২টি গাড়ীতে মাসে টা: ৩২,৫৬০/- সহ মোট ৩টি গাড়ীতে যাত্রী ভাড়া বাবদ টা: ৪৩,৫৬০/- আয় হবে। তাছাড়া উল্লেখিত গাড়ী খুলনা থেকে সরবরাহ করা সম্ভব নয় বিধায় বিআরটিসি ঢাকা থেকে বাস সরবরাহ নিতে হবে। এ বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, বিআরটিসি থেকে উল্লেখিত টাকায় গাড়ী ভাড়া করলে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হবে যা যুক্তিসংগত হবে না। বিস্তারিত আলোচনার পর প্রধান কার্যালয় থেকে গাড়ী ক্রয় করা হলে খুলনা বিভাগের জন্য ২টি গাড়ী বরাদ্দ করা যেতে পারে বলে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় থেকে গাড়ী ক্রয় করা হলে খুলনা বিভাগের জন্য ২টি গাড়ী বরাদ্দ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner

(খ) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ভবন নির্মাণের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের উদ্দেশ্যে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে দৈনিক পত্রিকায় EOI বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৫টি EOI জমা পড়ে। প্রকল্প পরিচালক না থাকায় EOI সমূহ খোলার বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশনার জন্য নথি পেশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান জরুরী ভিত্তিতে ভবনের DPP (Development Project Proforma) তৈরির জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে পত্র দেয়ার, POC(Proposal Opening Committee) ও PEC(Proposal Evaluation Committee) সংশোধন আদেশ জারী করে এবং POC এর সভা আহবান করে EOI সমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে ভবনের DPP তৈরির জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে ০৩-১০-২০১০ তারিখে পত্র দেয়া হয় এবং ১৯-১০-২০১০ তারিখে POC ও PEC পুনর্গঠিত করে সংশোধন আদেশ জারী করা হয়। মহাপরিচালকের বদলির কারনে এবং প্রকল্প পরিচালক না থাকায় EOI সমূহ খোলায় বিলম্ব হয় এবং পরবর্তীতে মহাপরিচালক যোগদানের পর POC এর ০৯-০২-২০১১ তারিখের সভায় EOI সমূহ উন্মুক্ত করা হয়। EOI সমূহ মূল্যায়নের জন্য ২৮-০৩-২০১১ তারিখে PEC এর সভা আহবান করা হয়। ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর DPP তৈরির কাজ আরম্ভ করে এবং ভবনের ৩টি বেসমেন্টসহ ৩০তলা ভীত বিশিষ্ট একটি খসড়া প্রাক্কলন ০৬-০৩-২০১১ তারিখে বোর্ডে প্রেরণ করে যার প্রাক্কলিত মূল্য টাঃ ২৫৭৩২.০০ লাখ। PEC এর সভায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত ঢাকা জোন জানান যে, ভবনের DPP তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। কনসালটেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে Feasibility Study করার উদ্যোগ নেয়া হলে প্রকল্পের কাজ শুরুতেই বিলম্বিত হবে। অধিকন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক DPP তৈরি করা হলে Feasibility Study র প্রয়োজন হবে না। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভবনের DPP তৈরি হলে কনসালটেন্ট নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (এডিপি) অন্তর্ভূক্ত করে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে প্রকল্প হিসেবে অনুমোদিত হলে বোর্ডের ভবন নির্মাণ সহজতর হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, "বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ" শীর্ষক নতুন প্রকল্প সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে মোট টাঃ ২৫৭৩২.০০ লাখ ব্যয়ে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে ১১-০৪-২০১১ তারিখে প্রেরণ করা হয়। পরে যোগাযোগ করে জানা যায় উক্ত প্রস্তাবটি এডিপিতে অন্তর্ভূক্তি হয়নি।

বোর্ডের ভবনের ডিপিপি চুড়ান্ত করণের জন্য ১৬-০৫-২০১১ তারিখে মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রকল্পের নাম "বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প" ও ভবনের নাম "কল্যাণ ভবন", প্রকল্প পরিচালক পদ সৃষ্টি না করে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া, ভবনে সেন্ট্রাল এসির ব্যবস্থা রাখা, সরকারি বিধি বিধান অনুসরন করে ভবনের পরিবর্তিত নকশা প্রণয়ন, ১৯৯৭ সালে অনুমোদিত প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) দুটি সংশোধন এবং এসব ব্যাপারে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

স্থাপত্য অধিদপ্তর পরিবর্তিত স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করে অনুমোদন ও প্রতিস্বাক্ষর করে স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য স্মারক নং ২৫২৭/স্থা: তারিখ: ০৮-০৯-২০১১ এর মাধ্যমে অত্র বোর্ডে প্রেরণ করে।

সভাপতি ভবনের DPP তৈরি করা হলে আলাদাভাবে Feasibility Study এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণের সক্ষমতা আছে কিনা জানতে চাইলে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-২ জানান যে, Feasibility Study ও ভবন

CamScanner

নির্মাণের সক্ষমতা গণপূর্ত অধিদপ্তরের রয়েছে। তদানুসারে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে Feasibility Study (অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ (Economical & Social analysis) পূর্বক মূল চাহিদা ও কি কি সুবিধাদি (Basic Requrements & fascilities) থাকবে তা বিবেচনায় নিয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ১(এক) মাসের মধ্যে পরিবর্তিত নকশা অনুযায়ী DPP (Development Project Proforma) তৈরী করবে। অতপর সভায় ভবনের পরিবর্তিত স্থাপত্য নকশা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ভবনের পরিবর্তিত স্থাপত্য নকশা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

(২) গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবর্তিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে **Feasibility Study র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সহ** এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ পূর্বক মূল চাহিদা ও কি কি সুবিধাদি থাকবে তা বিবেচনায় নিয়ে ১(এক) মাসের মধ্যে DPP তৈরী করতে হবে।

(৩) গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে DPP পাওয়া সাপেক্ষে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী সভায় উক্ত ডিপিপি উপস্থাপন করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-২, ঢাকা।

(গ) বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর কমিউনিটি সেন্টারগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সভা-কে জানানো হয় যে, চট্টগ্রাম কমিউনিটি সেন্টার গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হলেও প্রাইভেট কমিউনিটি সেন্টারের সাথে প্রতিযোগিতায় লাভজনক হবেনা এবং উক্ত সেন্টারটি সংস্কার না করে মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যদিকে খুলনার কমিউনিটি সেন্টারটির বিভিন্ন মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে টাঃ ৫৯, ২৮,৬৩২/- এর প্রাক্কলন তৈরি করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, এত বড় অংকের অর্থ ব্যয় করে এ সেন্টার থেকে আশানুরুপ আয় হবেনা। এছাড়া রাজশাহীর কমিউনিটি সেন্টারটি বেসরকারি পর্যায়ে ভাড়া না দিয়ে সরকারি রেটে সম্পূর্ন অস্থায়ী ভিত্তিতে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেয়া যেতে পারে বলে সভায় জানানো হয়। সভায় আরো জানানো হয় যে, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ১২-০৭-২০১১ তারিখে উক্ত কমিউনিটি সেন্টারের ১০০০/১২০০ বর্গ ফুট জায়গা সরকারি রেটে ভাড়া নিতে আগ্রহী। সভাপতি মতামত প্রদান করেন যে, সরকারি রেটে সম্পূর্ন অস্থায়ী ভিত্তিতে উক্ত সেন্টারের প্রয়োজনীয় জায়গা ভাড়ায় প্রদান করা যেতে পারে তবে উভয় পক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী ১(এক) মাসের অগ্রিম নোটিশে সেন্টারটি ছেড়ে দিতে/ছাড়তে হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের পরিবর্তে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) এর মাধ্যমে বহুতল বিশিস্ট মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে যাচাই করে সুপারিশ সম্বলিত একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(০১)	যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(০২)	যুগ্ম-সচিব(বাজেট), অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(০৩)	উপ-সচিব (সওক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(০৪)	উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	- সদস্য-সচিব
(০৫)	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়	- সদস্য

CamScanner

১২২

এ গঠিত কমিটিকে ২১-১০-২০১১ তারিখের মধ্যে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবরে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বোর্ডের রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার এর প্রয়োজনীয় জায়গা সরকারি রেটে সম্পূর্ন অস্থায়ী ভিত্তিতে ভাড়ায় প্রদান করা হবে এবং উভয় পক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী ১(এক) মাসের অগ্রিম নোটিশে সেন্টারটি ছেড়ে দিতে/ছাড়তে হবে।

(২) গঠিত কমিটিকে ২১-১০-২০১১ তারিখের মধ্যে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবরে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়।

(ঘ) বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য ৬টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে (টিওএন্ডই) সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রাদি) অন্তর্ভূক্ত আছে এবং সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুমোদনের জন্য স্মারক নং ০৫.২৫৪.০০১.০১.০০.০০৮.২০০৪(অংশ-১)-১১৮ তারিখ - ১৯-০৪-২০১১ এর মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় বোর্ডের ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ফটোকপিয়ার মেশিনের অভাবে কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানানো হয়। এ প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য পিপিআর এর বিধি অনুসারে ৭টি ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব দেয়া হলেও সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন যে, সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) তে অনুমোদন হওয়া সাপেক্ষে ৭টি ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় করা সমীচীন হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ৭ (সাত)টি ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঙ) ১) জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা করার পদক্ষেপ।

জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে ''জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল'' খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হলে টাঃ ২৫.০০ লাখ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। তহবিলে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমান খুবই সামান্য এবং বরাদ্দের পরিমান পর্যাপ্ত বৃদ্দি না হওয়ায় প্রচলিত নিয়মে চিকিৎসা সাহায্য অব্যাহত আছে। সভায় ''জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল'' হতে অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থ বিভাগে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ''অসামরিক কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য দেশে বিদেশে চিকিৎসা সাহায্য তহবিল'' হতে অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থ বিভাগে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২) কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পর ৬৭ বছর পর্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হলে "জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল" হতে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ টাঃ ১,০০,০০০/- (এক লাখ) চিকিৎসা সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত।

"জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল" খাতে পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি না পাওয়ায় প্রচলিত নিয়মে চিকিৎসা সাহায্য অব্যাহত আছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আয় বৃদ্ধি পাওয়া সাপেক্ষে কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পর ৬৭ বছর পর্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে বলে সভায় সকলেই একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ "জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল" বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে চিকিৎসা সাহায্য অব্যাহত থাকবে এবং এ খাতে অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থ বিভাগে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(চ) সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাঃ ৫৫(পঁঞ্চান্ন) কোটি পরিশোধ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সোনালী ব্যাংক লিঃ রমনা কর্পোরেট শাখা কার্ড ভিত্তিক হিসাব বিবরণী তৈরি পূর্বক কোন প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করেনি। অধিকন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং এসবিএল/প্রকা/সহিসাডি/সাডি/বিকেকেবি/৩২ তারিখ ১২-০১-২০১১ এর মাধ্যমে নতুন করে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার জন্য, সাহায্যের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার এবং ডিডিপি খাতে অসমন্বিত অর্থ টাঃ ৮০.০০ কোটি টাকা দাবি করে পত্র দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে বোর্ডের স্মারক নং ০৫.২৫৪.০০১.০১.০০.০০৯.২০০৬-১৩৪১ তারিখ ১৫-০২-২০১১ এর মাধ্যমে আলোচ্য কার্যক্রম বন্ধ না করার এবং পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রণয়নে সময় ব্যয় হলেও তা প্রস্তুত করে কল্যাণ বোর্ডের সাথে সমন্বিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

ইতোমধ্যে বোর্ডের অটোমেশন সফটওয়্যারের আওতায় বোর্ড হতে মঞ্জুরীকৃত ১৯৭৯ সাল থেকে ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত ৮৩৭০৯ টি কার্ডের অনুকূলে প্রদেয় টাকার একটি হিসাব বিবরণী তৈরি করা হয়। উক্ত হিসাব বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭৯ সাল থেকে ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত সময়ে বোর্ড কর্তৃক ৮৩৭০৯ টি আদেশনামার অনুকূলে টাঃ ৫৫৪,৭১,৫৮,৯১১/- (পাঁচশত চুয়ান্ন কোটি একাত্তর লাখ আটান্ন হাজার নয়শত এগার) মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে সোনালী ব্যাংক লিঃ কে বিভিন্ন সময়ে বোর্ড কর্তৃক টাঃ ৬২৯,২৫,০২,৬০০/- (ছয়শত উনত্রিশ কোটি পঁচিশ লাখ দুই হাজার ছয়শত) প্রদান করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিঃ উক্ত টাকা থেকে কার্ডের অনুকূলে ৩০-০৬-২০১১ পর্যন্ত টাঃ ৫০২,৬২,৫৯,৯৪২.১১ (পাঁচশত দুই কোটি বাষট্টি লাখ উনষাট হাজার নয়শত বিয়াল্লিশ এবং এগার পয়সা) এবং বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য বাবদ ৩০-০৬-২০১১ তারিখ পর্যন্ত টাঃ ১২২,৯৮,৮২,১৪৯/- (একশত বাইশ কোটি আটানব্বই লাখ বিরাশি হাজার একশত উনপঁঞ্চাশ) সহ মোট টাঃ ৬২৫,৬১,৪২,০৯১.১১ পরিশোধ করে। এতে দেখা যায় যে, টাঃ (৬২৯,২৫,০২,৬০০.০০- ৬২৫,৬১,৪২,০৯১.১১) = টাঃ ৩,৬৩,৬০,৫০৮.৮৯ (তিন কোটি তেষট্টি লাখ ষাট হাজার পাঁচশত আট এবং পয়সা উননব্বই) বোর্ডের পাওনা হিসেবে ব্যাংক হিসাবে জমা আছে।

সোনালী ব্যাংক লিঃ এর সাথে ব্যাংক হিসাব সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে বোর্ডের মহাপরিচালকের কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, (১) সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাথে লেনদেন সংক্রান্ত সকল হিসাবসমূহ জরুরী ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জেনারেল

CamScanner

ম্যানেজারকে অবহিত করা সাপেক্ষে উভয়পক্ষ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। (২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাহায্যসমূহ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার (ইএফটি) এর মাধ্যমে প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়টি ইমপ্লিমেন্ট করতে অত্র বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ কত হতে পারে ও সোনালী ব্যাংককে কি হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে তা জরুরী ভিত্তিতে সোনালী ব্যাংক অত্র বোর্ডকে অবহিত করবে। উল্লেখিত বিষয়গুলো বোর্ড সভাকে অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা কার্ড ভিত্তিক হিসাব বিবরণী তৈরী করে বোর্ডের সাথে রিকনসাইল এর মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ছ) বি,আর,টি,সির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১২তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিআরটিসির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বর্তমানে জ্বালানী তেলের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে থাকায় পূর্ব নির্ধারিত ভাড়াই বহাল রাখা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিআরটিসির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বৃদ্ধি না করে পূর্ব নির্ধারিত ভাড়াই বহাল থাকবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(জ) কল্যাণ তহবিলের চিকিৎসার আবেদন ফরম যুগোপযোগীকরণ এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ অনুযায়ী আবেদন বিবেচনাকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সকল প্রকার আবেদন ফরম যুগোপযোগীকরণের জন্য বাছাই কমিটির ২২-০৮-২০১০ তারিখের সভায় সুপারিশকৃত আবেদন ফরমসমূহ বিবেচনার জন্য উপ-কমিটির ১৯-১২-২০১০ তারিখের সভায় পেশ করা হয়। সভায় প্রতিটি ফরমের প্রতিটি ক্রমিকের যথার্থতা ও যুগোপযোগিতা আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সংশোধিত ১৫টি ফরম বোর্ডের ওয়েব সাইট www.bkkb.gov.bd তে অতিসত্তর সংযুক্ত করা হবে, সরকারের সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরকে বিষয়টি অবহিত করা হবে এবং নতুন ফরম কার্যকর হওয়ার পর থেকে পুরাতন ফরম বাতিল বলে গন্য হবে। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপ-কমিটি কর্তৃক বোর্ডের সংশোধিত ১৫টি ফরম সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ অনুমোদিত সংশোধিত ১৫টি ফরম গেজেটে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফরম মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঞ) বোর্ডের আয়বৃদ্ধির কার্যক্রমসহ ভবন নির্মাণ কাজ তরান্বিতকরণ প্রসঙ্গে।

(১) বোর্ডের ১২তম সভায় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাঁদার হার ও প্রিমিয়াম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হলে এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। তদানুযায়ী অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবিধি অনুবিভাগ এর স্মারক নং ০৭.১৭৫.০০২.০৫.০০.০০১.২০০৯-৫৬ তারিখ- ৩০-০৫-২০১০ এর মাধ্যমে ৭০% বৃদ্ধি করে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা টাঃ ৫০/- এর স্থলে টাঃ ৮৫/- ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম টাঃ ৪০/- এর স্থলে টাঃ ৬৮/- এবং সুবিধাও ৭০% বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে সুপারিশ করা

হয়। বর্তমানে আইন ও বিধিমালা সংশোধনের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বোর্ডের মহাপরিচালক অভিমত ব্যক্ত করেন যে, চাঁদা ও প্রিমিয়ামের হার এবং সুবিধাদির হার একই হারে বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত পক্ষে তহবিল বাড়বে না। এতে সভাপতি বোর্ডের মহাপরিচালক-কে চাঁদা ও প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি বিষয়ে পুনরায় বিবেচনার জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে এবং অগ্রগতি সভাপতিকে অবহিত করতে অনুরোধ জানান।

(২) বোর্ডের টাকা সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কিভাবে আয় বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সভাকে অবহিত করেন যে, বোর্ড কর্তৃক ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কে সভাপতি করে গঠিত কমিটির ১০-০৫-২০১১ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন ব্যাংক ও অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান এফডিআর এর ক্ষেত্রে কি হারে মুনাফা দিতে পারবে তা জানার পর কমিটি পুনরায় সভায় মিলিত হয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবরে পেশ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ব্যাংক ও অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এতদসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র দেয়া হলে কয়েকটি ব্যাংক থেকে প্রস্তাব পাওয়া যায় এবং আরো ব্যাংক থেকে প্রস্তাব পাওয়া গেলে সবগুলো সমন্বয় করে কমিটি একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

সভায় আরো জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে সোনালী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব থেকে দেখা যায় যে, সোনালী ব্যাংক এফডিআর এর জন্য ৯.৫% এর বেশি মুনাফা দিবে না তবে তাদের সারা দেশব্যাপী শাখার মাধ্যমে ফ্রি সার্ভিস অব্যাহত রাখবে। অন্যদিকে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ সহ কয়েকটি ব্যাংক এফডিআর এর জন্য ১৩% থেকে ১৪% পর্যন্ত মুনাফা দিতে আগ্রহী হলেও দেশব্যাপী তাদের শাখা না থাকায় বোর্ডের মাসিক কল্যাণভাতার সাহায্যের সার্ভিস তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দিতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন যে, বোর্ড দীর্ঘদিন যাবত সোনালী ব্যাংকের সেবা গ্রহণ করে আসছে এবং সারা দেশব্যাপী তাদের শাখা থাকায় সোনালী ব্যাংকের সার্ভিস চালু রাখা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) চাঁদা ও প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি বিষয়ে পুনরায় বিবেচনার জন্য অর্থ বিভাগের সাথে বোর্ডের মহাপরিচালক যোগাযোগ করে অগ্রগতি সভাপতিকে অবহিত করতে হবে।

(২) বোর্ডের সাথে সোনালী ব্যাংকের সার্ভিস পূর্বের ন্যায় চালু থাকবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ট) আবেদনকারীগণের তথ্যাদি ডাটাবেজে সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে Automation Software এর implementation চলছে। ধারাবাহিক মাসিক কল্যাণভাতার ৮৩,৭০৯ টি Previous Data Entry এর কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ে কল্যাণ ভাতা, যৌথবীমা, জটিল রোগের সাহায্য, সাধারন চিকিৎসার চলমান আবেদনসমূহ ও ভেইক্যাল ইনফরমেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে Entry করা হচ্ছে এবং Automation Software এর আওতায় ধারাবাহিক মাসিক কল্যাণ ভাতার কার্ড অটোমেটেড প্রিন্ট করা যাবে। সফট্ওয়্যারে ছবি, স্বাক্ষর স্ক্যান করা, ওয়েবসাইট আপডেট ও অনুমোদিত চিঠিপত্র/ডকুমেন্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য ৩টি স্ক্যানার, ১৫টি এলসিডি মনিটর, ডিজি সহ ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য অন্তত ১০টি ল্যাপটপ এবং বেতনের সফট্ওয়্যারটি প্রদান সহ কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবরে ৩০-০৫-২০১১ তারিখে একটি পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৯-০৭-২০১১ তারিখে পত্রের মাধ্যমে বোর্ডের নিজস্ব বাজেট থেকে এসব যন্ত্রাদি ক্রয় করতে নির্দেশ দিয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে Automation Software চালু করার জন্য প্রত্যেক বিভাগে ২টি করে কম্পিউটার, ১টি স্ক্যানার, ১টি লেজার প্রিন্টার ক্রয়ের এবং ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হলে এসব যন্ত্রাদি ক্রয়ের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত

CamScanner

আলোচনা হয়। আলোচনায় সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, প্রধান কার্যালয়ে সফট্ওয়্যারে ডাটা এন্ট্রির জন্য ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ক্যানার ক্রয় করা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে যন্ত্রাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্ত করার পর ক্রয় করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে সফট্ওয়্যারে ডাটা এন্ট্রির জন্য ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ক্যানার ক্রয় করা হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে যন্ত্রাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্ত করার পর ক্রয় করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঠ) মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের বিশেষ মেরামত, গ্যাস লাইন সংযোগ ও চুলা স্থাপন সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গ্যাস সংযোগ ও চুলা স্থাপনের জন্য টাঃ ৪,৮৪,২৭৩/- (চার লাখ চুরাশি হাজার দুইশত তিয়াত্তর) গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবরে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে সরকারিভাবে নতুন গ্যাস সংযোগের বিষয়টি আপাতত বন্ধ থাকায় এখনও গ্যাস সংযোগ পাওয়া যায়নি। বিষয়টি জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ২৯-০৫-২০১১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ জানানো হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য পত্র মারফত অনুরোধ জানানো হলে উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক তিতাস গ্যাস কোম্পানী লিঃ কে সেন্টারটি পরিদর্শন করত প্রাতবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। তিতাস গ্যাস কোম্পানী লিঃ কর্তৃক সেন্টারটি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষে অত্র বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সভাকে অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ তিতাস গ্যাস কোম্পানী লিঃ এর পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষে অত্র বোর্ড গ্যাস সংযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৩ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট সভায় উপস্থাপন করা হয়। কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও পূনর্মূল্যায়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(বাজেট-২) সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির নিরীক্ষিত বাজেটই নীতিগত অনুমোদন করা হয় (পরিশিষ্ট 'খ' ও 'গ')।

আলোচ্য বিষয় ০৪ঃ হাসপাতাল পরিচালনাসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার নীতি/পদ্ধতি ও জনবলসহ সাংগঠনিক কাঠামোর রূপরেখা প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডার্ড সেটআপ অনুযায়ী জনবল সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত।

প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সব ধরনের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে হাসপাতালের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে হাসপাতালের চিকিৎসার ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের কাজ বাস্তবায়নাধীন। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক নং ০৫.১২৩.০১৪.০০.০০.০২৪.২০১০-২৭৬ তারিখ ৭/৮/২০১১ এর মাধ্যমে হাসপাতাল পরিচালনার জন্য

পরিচালনা বোর্ড গঠন এবং এর কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২১-০৪-২০১১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব এর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল পরিচালনার জন্য পদ সৃষ্টি সহ এর নিয়োগের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ১৫০ শয্যার হাসপাতালের স্ট্যান্ডার্ড সেটআপ অনুযায়ী রাজস্ব খাতে ১৯৭ টি বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পদ সৃষ্টির জন্য ০৬-০৭-২০১১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পদ সৃষ্টির বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব(সওক) জানান যে, গত ২০-০৯-২০১১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(সওব্য) এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং রাজস্ব খাতে ১৯৭ টি বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। অতপর সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন যে, বোর্ডের মহাপরিচালক হাসপাতালের পিডির সাথে যোগাযোগ ও আলোচনা করে হাসপাতালের ইকুইপমেন্টস ক্রয় এবং পদ সৃষ্টির অগ্রগতি সম্পর্কে ১৫-১০-২০১১ তারিখের মধ্যে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

অপরদিকে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে পিডির নিকট থেকে তথ্যাদি জানতে চাইলে পিডি অনুপস্থিত থাকায় সভাপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট জানতে চান তাকে সভার নোটিশ দেয়া হয়েছে কিনা। মহাপরিচালক এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, পিডিকে যথাসময়ে সভার নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে। এতে সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড সভায় পিডির অনুপস্থিতি অনাকাঙ্খিত এবং তাঁর অনুপস্থিতির জন্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের মহাপরিচালক হাসপাতালের পিডির সাথে যোগাযোগ ও আলোচনার করে হাসপাতালের ইকুইপমেন্টস ক্রয় এবং পদ সৃষ্টির অগ্রগতি সম্পর্কে ১৫-১০-২০১১ তারিখের মধ্যে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। বোর্ড সভায় ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের পিডির অনুপস্থিতির জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কলাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৫ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের Automation Software এর আওতায় বোর্ড হতে মঞ্জুরীকৃত সকল প্রকার সাহায্যের অর্থ/চেক Automated Print করার অথবা EFT(Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে আবেদনকারীদের একাউন্টে জমা করা প্রসংগে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য ব্যাংক চেকের মাধ্যমে আবেদনকারীর অফিস প্রধানের নিকট জিপিওর মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। আবেদনকারীগণ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে চেক নগদায়ন করে থাকে। এতে চেক লেখা, চেকের তথ্যাদি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করণ, চেক স্বাক্ষর করণ, অগ্রায়নপত্র লেখা ও ইস্যু করণ, খাম লেখা ও সর্বশেষ প্রাপকের নিকট রেজিস্টার্ড ডাকযোগে চেক প্রেরণের ক্ষেত্রে জার্নাল লিখন ইত্যাদি কাজ সম্পাদনে যেমন জনবল ও শ্রমঘন্টা অপচয় হয় তেমনি নানাবিধ স্টেশনারি দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়।

১১১৬

বর্তমানে বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারায়নের জন্য Automation Software Develop করা হয়েছে। বোর্ডের সাহায্য কার্যক্রম সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পৌছে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বোর্ডের সাহায্যসমূহ ইএফটির মাধ্যমে প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ নেয়ার জন্য গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে ১১-০৫-২০১১ তারিখে পত্র দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৬-০৫-২০১১ তারিখে নির্দেশনা সম্বলিত একটি পত্র দেয়। এতে দেখা যায় যে, আন্ত:ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার (ইএফটি) পদ্ধতিটি কাগজ-ভিত্তিক চেক ক্লিয়ারিং প্রক্রিয়া অপেক্ষা দ্রুততর, মূল্যসাশ্রয়ী ও কম ঝুঁকিপূর্ণ। ইএফটি এর মাধ্যমে বোর্ড হতে প্রদেয় বিবিধ ভাতাদি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীর ব্যাংক শাখার রাউটিং নম্বর এবং হিসাব নম্বর সংগ্রহ করতে হবে। এ বিষয়ে অন্যান্য ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

তদানুযায়ী গত ১১-০৫-২০১১ তারিখে বোর্ডের সাথে সোনালী ব্যাংকের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সোনালী ব্যাংক জানায় যে, বোর্ডের উল্লেখিত সেবা কার্যক্রম ইএফটির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক পরিচালনা করতে পারবে। আবেদনকারীদের নাম, হিসাব নম্বর, ব্যাংক শাখার রাউটিং নম্বর, মঞ্জুরীকৃত টাকা সম্বলিত একটি তালিকার এডভাইস ব্যাংকে প্রেরণ করলে ব্যাংক আবেদনকারীদের হিসাব নম্বরে টাকা জমা করবে। এক্ষেত্রে প্রতি লেনদেনে টাঃ ২০/- করে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে।

এ ব্যাপারে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন যে, বোর্ডের ভাতাদি ইএফটি এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যেতে পারে এবং এটি চালু করতে হলে কম্পিউটার কাউন্সিলের অনুমোদন নিতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, একটি চেক ইস্যু করতে বোর্ডের কত টাকা খরচ হয় ও ইএফটির মাধ্যমে একটি একাউন্টে টাকা জমা করতে সোনালী ব্যাংককে কত টাকা দিতে হবে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে রেট নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপভাবে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(০১)	যুগ্ম-সচিব(বাজেট), অর্থ মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(০২)	উপ-সচিব (সওক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(০৩)	উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	- সদস্য-সচিব

উক্ত কমিটি ইএফটির মাধ্যমে ভাতাদির লেনদেনের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রতি লেনদেনের রেট নির্ধারণ করবে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বোর্ডের ভাতাদি পরিশোধের ক্ষেত্রে ইএফটি চালু করার জন্য কম্পিউটার কাউন্সিলের অনুমোদন নিতে হবে।

(২) গঠিত কমিটি ইএফটির মাধ্যমে ভাতাদির লেনদেনের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রতি লেনদেনের রেট নির্ধারণ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কলাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৬ ঃ ষ্টাফবাস কর্মসূচীতে নির্ধারিত বেতনে সৃষ্ট গাড়ী চালক ৫টি ও বাস হেলপার এর ৪টি মোট ৯টি পদ জাতীয় বেতনস্কেলে অন্তর্ভূক্তিসহ ১৪১টি ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি সহ মোট ১৮৮টি পদ সংরক্ষণ ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত স্টাফবাস কর্মসূচীতে নির্ধারিত বেতনে সৃষ্ট গাড়ী চালক ৫টি ও বাস হেলপার এর ৪টি মোট ৯টি পদ জাতীয় বেতনস্কেলে অন্তর্ভূক্তিকরণ সহ ১৪১টি ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের

৪৭টি মোট ১৮৮টি পদ ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে পুনরায় সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হলে পূর্বের ন্যায় ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর ১৪১ টি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭ টি সহ মোট ১৮৮ পদ ৩০ শে জুন, ২০১২ পর্যন্ত সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। অপরদিকে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা চুড়ান্ত অনুমোদনের পর ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মোট ১৮৮ টি পদ ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণ করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৭ ঃ টাইপ ও সেক্রেটারীয়েল সায়েন্স কোর্সের পরিবর্তে ব্লক, বুটিক, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কারচুপি ও কনফেকশনারী কোর্স চালু করা প্রসংগে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেসমূহে টাইপ, সেক্রেটারীয়েল সায়েন্স কোর্স ও এমব্রয়ডারী কোর্স চালু রয়েছে। উক্ত কোর্সসমূহ এ তথ্য প্রযুক্তির যুগে বর্তমানের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী নয়। উক্ত কোর্সসমূহের পরিবর্তে ব্লক, বুটিক, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কারচুপি ও কনফেকশনারী কোর্স চালু করার প্রস্তাব করা হলে সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন যে, সেক্রেটারীয়েল সায়েন্স কোর্সের প্রয়োজন আছে এবং এ কোর্সের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে যুগের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য কোর্সসমূহ চালু করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ সেক্রেটারীয়েল সায়েন্স কোর্স চালু রেখে যুগের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য কোর্সসমূহ চালু করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

(২) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৮ ঃ দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আবেদন অনুমোদন প্রসংগে।

কর্মরত অবস্থায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অবসর প্রাপ্ত সরকারি ও তালিকাভূক্ত স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের উপর নির্ভরশীল পোষ্যদের দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩,০০০/-(তিন হাজার) থেকে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার)পর্যন্ত সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। সাবেক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ কমিটির ১৪-০২-১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩তম সভায় দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ অর্থ সাহায্য আবেদনকারীর অনুকূলে তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্জুরের ক্ষমতা ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালকের উপর ন্যস্ত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ২০০৪ সালে ১নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর উক্ত সাহায্য মঞ্জুরীর বিষয়টি বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপ-কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে বোর্ডের মহাপরিচালক জানান যে, ২৯-০২-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম বোর্ড সভার ৬নং আলোচ্য বিষয়ে গৃহিত সিদ্ধান্তের ভাষা স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আলোচনার পর বোর্ডের মাসিক কল্যাণ ভাতা, যৌথবীমার দাবী ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক এবং বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-পরিচালক মঞ্জুরী প্রদান করবেন মর্মে স্পষ্টীকরণ বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

CamScanner

১১৪

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের মাসিক কল্যাণ ভাতা, যৌথবীমার দাবী ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক এবং বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-পরিচালক মঞ্জুরী প্রদান করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম,রাজশাহী/খুলনা/ বরিশাল/সিলেট/রংপুর।

আলোচ্য বিষয় ০৯ ঃ ধামরাই, গাজীপুর ও নরসিংদী রুটের বেসরকারী স্টাফবাসের ৩৭% হারে বর্ধিত ভাড়া প্রদান ও নিয়ম মোতাবেক বাস বন্ধের ক্ষতি পূরণ প্রসংগে।

সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুন, ১৯৯৭ হতে সকল সরকারি অফিসের সময়সূচী সকাল ৮.০০ টা - ২.৩০ টার পরিবর্তে সকাল ৯.০০ টা - বিকেল ৫.০০ টা নির্ধারণ করা হয়। বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ষ্টাফ বাস গুলো একই সময়ে চলাচলের ক্ষেত্রে বাসের স্বল্পতাহেতু সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে আনা-নেয়ার জটিলতা দেখা দেয়ায় দরপত্রের ভিত্তিতে ধামরাই, গাজীপুর ও নরসিংদী রুটে ব্যক্তিমালিকানাধীন ৩ (তিন) টি ৫২ সিটের বাস চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ভাড়া করা হয়। ২০০৬ সালে ডিজেলের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে গাড়ীভাড়া বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে পুনরায় ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তি মালিকগণ ৩৭% হারে ভাড়া বৃদ্ধির অবেদন করলে তা বিবেচনার জন্য বোর্ডের ০৩-০৭-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম বোর্ড সভায় পেশ করা হয়। সভায় ১০% হারে ভাড়া বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন উক্ত ১০% হারে বর্ধিত ভাড়ায় গাড়ী চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে চুক্তিনামার শর্তানুযায়ী ০১ জুলাই/২০০৯ হতে গাড়ী চালাবেনা বলে অত্র বোর্ডকে নোটিশ প্রদান করে এবং বোর্ড কর্তৃক উক্ত নোটিশ গ্রহণ করা হয় ও ব্যক্তিমালিকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা হয়। ব্যক্তি মালিকগণ ইতোমধ্যে ধামরাই ও গাজীপুর রুটে ৩৭% হারে বর্ধিত ভাড়া প্রদান ও নিয়ম মোতাবেক বাস বন্ধের ক্ষতি পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আবেদনপত্র পেশ করেন যা মন্ত্রণালায় ২৮-০৪-২০১১ তারিখে অত্র বোর্ডে প্রেরণ করে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত অলোচনা হয় এবং ৮ম বোর্ড সভায় ১০% হারে ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলে সকলে একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ ৮ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০% হারে ভাড়া বৃদ্ধি বহাল থাকবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১০ ঃ বোর্ডের কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী প্রদান ও বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত সকল কল্যাণমূলক কার্যক্রমের অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে সকল কমিটি, উপ-কমিটি ও বাছাই কমিটির সদস্যদের সম্মানী প্রদানের জন্য সভায় প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সম্মানী প্রদানের পরিধি বৃদ্ধি না করে বর্তমানে প্রচলিত সম্মানী প্রদান অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ সম্মানী প্রদানের পরিধি বৃদ্ধি না করে বর্তমানে প্রচলিত সম্মানী প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner

আলোচ্য বিষয় ১১ ঃ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা কর্তৃক পরিচালিত মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল ভবন ও সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজের প্রাক্কলন সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা কর্তৃক পরিচালিত মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল ভবন দীর্ঘদিন মেরামত/সংস্কার কাজ না করায় উক্ত ভবনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ভবনের মেরামত কাজের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১, খুলনা কর্তৃক প্লাষ্টারের কাজ, কাঠের কাজ, ইটের গাথুনি, প্যাটেন স্টোন, আরসিসির কাজ, পানির লাইন মেরামত, নতুন ফিটিংস, ডিসটেম্পার, চুনকাম ইত্যাদি সংস্কার কাজের জন্য টা: ৫,৪৫,২৮৪.৮০ এবং সীমানা প্রাচীর ও ড্রেন মেরামতের জন্য টা: ২,০৩,৬২৭.১০ সহ মোট টা: ৭,৪৮,৯১১.৯০ মাত্র এর পৃথক দু'টি প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। প্রাক্কলন অনুযায়ী উক্ত মেরামত কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিভাগীয় কার্যালয়ের স্মারক নং বাককবো (খু) ৪৫৭/৯৪-১৬৫ তারিখ : ১৪-০৬-২০১১ এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত মেরামত কাজ সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন। এ কাজের প্রাক্কলিত টা: ৭,৪৮,৯১১.৯০ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট থেকে মেটানো সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে এ কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। অতপর প্রাক্কলন দু'টি সভায় অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হবে।

(২) প্রাক্কলন দু'টি অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।

আলোচ্য বিষয় ১২ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সকল কর্মকান্ড তথ্য প্রযুক্তির আওতায় তৃণমূল পর্যায়ে সাহায্য পৌছে দেয়ার জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন এবং কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাদি ক্রয় সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি ও বোর্ডের নিবন্ধিত ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও তাঁদের পরিবারকে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়সহ ৬টি বিভাগীয় কার্যালয় হতে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য বাবদ প্রতি অর্থ বছরে গড়ে প্রায় টাঃ ১০০.০০ কোটি (একশত কোটি) সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে এবং রংপুর বিভাগেও কার্যক্রম খুব শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

বর্তমানে বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারায়নের জন্য Automation Software Develop করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ে অটোমেশন সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে। বোর্ডের নিজস্ব একটি ওয়েবসাইট আছে যার ঠিকানা www.bkkb.gov.bd। বোর্ডের সাহায্যসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের সকল কার্যক্রমকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনতে হবে। এজন্য অটোমেশন সফট্ওয়্যার বিভাগীয় পর্যায়ে চালু করতে হবে। সারাদেশব্যাপী বোর্ডের কল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনতে হলে আইসিটি সংশ্লিষ্ট জনবল প্রয়োজন। বর্তমানে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে ১(এক) জন সহকারী প্রোগ্রামার ও ১(এক) জন কম্পিউটার অপারেটর কর্মরত আছে। বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে ২টি লিনাক্স সার্ভার, ২৯ টি কম্পিউটার, ৩টি ল্যাণ সুইচের মাধ্যমে সংযুক্ত ল্যান (১১ তলা,

CamScanner

৬ষ্ঠ তলা ও টিনসেড নিয়ে) চালু রয়েছে যা মেইনটেইন করার জন্য কোন জনবল (মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার) নেই। প্রধান কার্যালয়ে অটোমেশন সফটওয়্যার চালু রাখা, ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখা, সার্ভার ও কম্পিউটারসমূহ সচল রাখা, কম্পিউটারগুলোতে এন্টি ভাইরাস আপডেট রাখা, ইন্টারনেট চালু রাখা সহ বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে অটোমেশন সফটওয়্যার চালু করতে হলে আইসিটি সংক্রান্ত পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাছাড়া সরকার ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইতোমধ্যে ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইসিটি বিষয়ক দক্ষ জনবল এবং বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ১টি সার্ভার, ২টি কম্পিউটার, ১টি স্ক্যানার, ১টি লেজার প্রিন্টার, ৩টি ইউপিএস, ল্যান সুইচ, রাউটার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ও ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ তে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত ১২ টি করণীয় বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে আইসিটি পেশাজীবী দ্বারা সজ্জিত আইসিটি সেল স্থাপনের নিমিত্ত আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন করা। উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য এবং দেশব্যাপী বোর্ডের কার্যক্রমকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনার উদ্দেশ্যে উল্লেখিত যন্ত্রাংশ ক্রয় ও প্রধান কার্যালয় সহ বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট নিম্নরূপ পদ সৃজনের জন্য সভায় প্রস্তাব করা হয়।

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ অনুযায়ী)	নিয়োগবিধি
০১।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়।	প্রোগ্রামার	০১(এক) টি	টাঃ ১৮৫০০-৮০০x১৪-২৯৭০০/-	The computer personnel (Government and organizations) recruitment rules, 1985 as follows
০২।	- ঐ -	সহকারী প্রোগামার	০১(এক) টি	টাঃ ১১০০০-৪৯০x৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০x১১-২০৩৭০/-	"
০৩।	- ঐ -	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১(এক) টি	টাঃ ১১০০০-৪৯০x৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০x১১-২০৩৭০/-	"
০৪।	- ঐ -	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	০১(এক) টি	টাঃ ৪৭০০-২৬৫x৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০x১১-৯৭৪৫/-	"
০৫।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর।	সহকারী প্রোগামার	০৭(সাত) টি প্রত্যেক বিভাগের জন্য ০১(এক) টি করে	টাঃ ১১০০০-৪৯০x৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০x১১-২০৩৭০/-	"
০৬।	- ঐ -	কম্পিউটার অপারেটর	০৭(সাত) টি প্রত্যেক বিভাগের জন্য ০১(এক) টি করে	টাঃ ৫৫০০-৩৪৫x৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০x১১-১২০৯৫/-	"

প্রস্তাবটি সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে সকলে একমত হন যে, জাতীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় সহ বিভাগীয় কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম কম্পিউটারাইসড করার জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৮(আঠার) টি পদ সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ক্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে সভায় আইসিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৮(আঠার) টি পদ সৃষ্টির

CamScanner

নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং এর জন্য নিয়োগ বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি সমন্বিত প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আইসিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৮(আঠার) টি পদ সৃষ্টির নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং এর জন্য নিয়োগ বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১৩ ঃ বোর্ডের মহাপরিচালকের জন্য ১ টি জীপ, ২ জন পরিচালকের জন্য ২ টি কার ও ৭ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ৭ টি মাইক্রোবাস ক্রয়ের প্রস্তাব ও গাড়ীগুলো টিওএন্ডই-তে অর্ন্তভূক্তিকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা মহাপরিচালক হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি কার রয়েছে। কারটি ২৪-০২-২০০০ তারিখে ক্রয় করা হয়। কারটির আয়ুষ্কাল ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। কারটি থেকে ভাল সার্ভিস পাওয়া যাচ্ছে না। সে প্রেক্ষিতে কারটি অকেজো ঘোষণা করে এর পরিবর্তে একটি জীপ ক্রয় করা যেতে পারে। অন্য দিকে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে ২ টি পরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পরিচালকের অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য ২ টি কার ক্রয় করা প্রয়োজন। এছাড়া বোর্ডের ৭ (সাত) টি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে। উক্ত কার্যালয়ের অফিস প্রধানকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলায় কল্যাণ কার্যক্রম তদারকির জন্য পরিদর্শনে যেতে হয়। কিন্তু তাদের পরিদর্শনের জন্য কোন যানবাহন না থাকায় তৃণমূল পর্যায়ে কল্যাণ কার্যক্রম তদারকি করা সম্ভব হয় না। কল্যাণ কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে তা তদারকির জন্য প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ১টি করে ৭ (সাত) টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা প্রয়োজন।

মহাপরিচালকের জন্য ১ জীপ, ২ জন পরিচালকের জন্য ২টি কার ও ৭ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ৭ টি মাইক্রোবাস ক্রয়ের প্রস্তাব করা হলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, প্রস্তাবিত গাড়ীগুলো টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রাধিকার অনুযায়ী টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১৪ ঃ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সরকারি ও নিবন্ধিত ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের পরিবার বর্গের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। অবসরপ্রাপ্ত/অক্ষম এবং মৃত কর্মকর্তা কর্মচারীর উত্তরাধিকারীগণ কল্যাণ তহবিল থেকে বিশেষ সাহায্যের (চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) আওতায় কর্মকর্তা কর্মচারীর বয়স ৬৭ বছর পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয় এবং আবেদনপত্রে অফিস কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং নন-ক্যাডার কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্ব-স্ব অফিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, আবেদনপত্রসমূহে অনেক ক্ষেত্রেই অফিস কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর থাকে না এবং আবেদনপত্রগুলো বিবেচনা করা সম্ভব হয় না। সভায় ঐ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নামে স্ব-স্ব অফিস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

পরিচিতি কার্ড ইস্যু করার প্রস্তাব করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঐ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ব-স্ব অফিসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে এবং আবেদনের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে অবহিত করবে। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকুলে মঞ্জুরীকৃত অর্থের চেক সরাসরি গ্রহণের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সকল কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ অফিস পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে জমা দিয়ে চেক নেয়া যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) অবসরপ্রাপ্ত/অক্ষম কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ব-স্ব অফিসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে এবং আবেদনের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে এবং এ বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে অবহিত করবে।

(২) অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকুলে মঞ্জুরীকৃত অর্থের চেক সরাসরি গ্রহণের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সকল কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ অফিস পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে জমা দিয়ে চেক গ্রহণ করা যাবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-সচিব(সওক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্য বিষয় ১৫ ঃ ষ্টাফবাস কর্মসূচী সুপারভাইজারের বেতন স্কেল উন্নিত করণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অধীনে স্টাফবাস কর্মসুচী ও মহিলা কারীগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দুটি সুপারভাইজার এর তৃতীয় শ্রেণীর পদ রয়েছে। মহিলা কারীগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুপারভাইজারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৯/০৮/২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় বোর্ড সভায় তার বেতন স্কেল টাকা ৫৯০০-১৩১২৫/- (২০০৯সালের বেতন স্কেল অনুযায়ী) থেকে ৬৪০০-১৪২৫৫/-টাকায় উন্নিত করা হয় ।স্টাফ বাস কর্মসুচীর সুপারভাইজারের পদটি গুরুত্বপুর্ণ এবং তিনিও মহিলা কারীগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুপারভাইজারের ন্যায় বেতন স্কেল উন্নিত করার জন্য আবেদন করেন। সভায় স্টাফ বাস কর্মসুচীর সুপারভাইজারের বেতন স্কেল উন্নিত করণের প্রস্তাব দেয়া হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব(সওক) জানান যে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ও স্টাফবাস কর্মসুচীর কার্যক্রম ভিন্নতর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতাও বিবেচ্য বিষয়। সে প্রেক্ষিতে স্টাফবাস কর্মসুচীর সুপারভাইজারের বর্তমান বেতন স্কেল টাকা-৫৯০০-১৩১২৫/- (২০০৯ সালের বেতন স্কেল অনুযায়ী) বহাল রাখা যেতে পারে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ স্টাফবাস কর্মসুচীর সুপারভাইজারের বর্তমান বেতন স্কেল টাকা-৫৯০০-১৩১২৫/-(২০০৯ সালের বেতন স্কেল অনুযায়ী) বহাল রাখা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১৬ ঃ যৌথবীমা ও পারিবারিক কল্যাণ ভাতা সম্পর্কিত অনিষ্পন্ন দাবী সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত/অক্ষম এবং মৃত কর্মকর্তা কর্মচারীর পরিবারকে কল্যাণ তহবিল থেকে মাসিক ক্যালাণ ভাতা, বিশেষ সাহায্যের (চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) এবং যৌথবীমা তহবিল হতে এককালীন সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত দাবীসমূহ প্রাথমিকভাবে কাগজপত্র ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ না থাকায়

CamScanner

প্রতি বছর অনেক দাবী অনিস্পন্ন অবস্থায় থেকে যায়। যেসব দাবীর কাগজপত্র সঠিক রয়েছে এবং অর্থের অভাবে নিস্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না, ঐ সকল দাবীসমূহ এফডিআর ভাঙিয়ে নিস্পন্ন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন যে, এফডিআর না ভাঙিয়ে সরকারি অনুদান বাড়িয়ে অনিস্পন্ন আবেদন নিস্পন্ন করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সহ সকল প্রকার অনিস্পন্ন আবেদনসমূহ নিস্পন্নের জন্য অর্থ বিভাগ থেকে থোক বরাদ্দ চাওয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ এফডিআর না ভাংগিয়ে অর্থ বিভাগে থোক বরাদ্দ চেয়ে পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১৭ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ প্লটটির ১০ কাঠা জায়গা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে সাময়িকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রসংগে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন নিজস্ব অর্থায়নে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মিতব্য বহুতল বিশিষ্ট ভবনের জন্য নির্ধারিত প্লটে জায়গার অপ্রতুলতার জন্য বোর্ডের দিলকুশাস্থ প্লটের কিছু অংশ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে সাময়িকভাবে ৩ মাস ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা এবং প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বোর্ডের উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভাকে জানান যে, বোর্ডের দিলকুশাস্থ প্লটটির উত্তর পাশের ৭.১৩ কাঠা জায়গা বোর্ডের মালিকানা বজায় রেখে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের জন্য রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করত। গত কয়েক বছর ধরে সে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ও মুসল্লিরা যাতায়াত না করায় জায়গাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনায় সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন যে, বোর্ডের মহাপরিচালক জায়গাটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনে ঢাকা জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে বোর্ডের নিজস্ব জায়গাটি বোর্ডের দখলে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের মহাপরিচালক দিলকুশাস্থ জায়গাটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনে ঢাকা জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে বোর্ডের নিজস্ব জায়গাটি বোর্ডের দখলে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিশ্চিত করা হলো।
৩.৩.১২
আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

(ইকবাল মাহমুদ)
সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিলের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ক্রম	আয়ের খাত	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেট	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত আয়
০১।	সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩১,০০,০০,০০০.০০	৩২,৭৫,৭৭,৮৫৮.০০	৩৪,৫৮,০০,৮৮৬.০০	৩৮,০০,০০,০০০.০০
০২।	১৯টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩৮,০০,০০০.০০	৩৭,২৯,২৬৭.০০	৩৫,৮১,৮৮২.০০	৩৮,০০,০০০.০০
০৩।	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	১১,১২,০০,০০০.০০	১১,১২,০০,০০০.০০	১৫,১০,০০,০০০.০০	১১,৩৫,০০,০০০.০০
০৪।	সঞ্চয়ী আমানতের মুনাফা	২০,০০,০০০.০০	২১,৯৫,০০৫.০০	১৯,৭৭,৫৯৭.০০	২২,০০,০০০.০০
০৫।	বিবিধ প্রাপ্তি				
	(ক) ফরম বিক্রয় আদায় ও অন্যান্য	৫,০০,০০০.০০	৪,৭৮,৯০০.০০	৪,০৭,০৭২.০০	৫,০০,০০০.০০
	(খ) বীমা তহবিলের চাঁদা কর্তন	৬,০০,০০০.০০	৪,৯২,৬৬৮.০০	৫,৫৬,৮০০.০০	৬,০০,০০০.০০
০৬। ক	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের উদ্বৃত্ত অর্থ	২,৪০,৫৯,৯৬২.০০	-----	-----	-----
খ	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের উদ্বৃত্ত অর্থ	-----	-----	-----	১,৮৭,১২,৫২০.৮০
	মোট ঃ	৫০,২১,৫৯,৯৬২.০০	৪৯,৩৬,৭৫,০১০/-	৫০,৩০,৭৫,২০৭.০০	৫১,৮৩,১২,৫২০.৮০

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ব্যয়
০১।	আইনের ১৬ ধারা মতে মৃত/অক্ষম/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পরিবার ও নিজেদের কল্যাণ ভাতা বাবদ	৪৩,০০,০০,০০০.০০	৪৩,০০,০০,০০০.০০	৪২,০০,০০,০০০.০০	৪৪,৭৫,০০,০০০.০০
০২।	বিধির ১৭ ধারা মতে চিকিৎসা সাহায্য, শিক্ষাবৃত্তি এবং দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ	৪,২৫,০০,০০০.০০	৪,২৫,০০,০০০.০০	৪,৯৯,০০,০০০.০০	৪,৬৬,০২,০০০.০০
০৩।	বিধির ১৮ ধারা মোতাবেক কোন কর্মচারী সরকারি দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনাজনিতভাবে মারাত্মক আহত হইয়া পড়িলে তাহাকে সাময়িক আর্থিক সহায়তা প্রদান	---	---	---	---
	মোট ঃ	৪৭,২৫,০০,০০০.০০	৪৭,২৫,০০,০০০.০০	৪৬,৯৯,০০,০০০.০০	৪৯,২১,০২,০০০.০০
০৪। (ক)	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় ঃ				
(০১)	কর্মকর্তাদের বেতন	৮,০০,০০০.০০	৪,৫০,২০০.০০	৩,২৫,২০০.০০	৬,৫০,০০০.০০
(০২)	কর্মচারীদের বেতন	২৫,০০,০০০.০০	২১,২০,৪০৭.০০	১৭,৭৭,৪২৭.০০	২৫,০০,০০০.০০
(খ)	অন্যান্য ভাতাদি ঃ				
(০১)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	২০,০০,০০০.০০	১৫,৪৬,১৬৮.০০	১১,৩৩,২০৬.০০	১৭,৫০,০০০.০০
(০২)	চিকিৎসা/টিফিন ভাতা	৪,০০,০০০.০০	২,৪০,৪৯০.০০	২,২৭,৬০০.০০	৩,০০,০০০.০০
(০৩)	যাতায়াত ভাতা	৭৫,০০০.০০	৪৫,২৪০.০০	৩৪,০০০.০০	৭৫,০০০.০০
(০৪)	শিক্ষা-ভাতা	১,০০,০০০.০০	৩০,৭০০.০০	---	৭৫,০০০.০০
(০৫)	সম্মানী ভাতা (বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের)	৫০,০০০.০০	৩৫,১০০.০০	৩০,৭০০.০০	৫০,০০০.০০
(০৬)	ধোলাই ভাতা	[illegible],০০০.০০	৬,৪৮০.০০	৬,০০০.০০	১০,০০০.০০
(০৭)	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১,১০,০০০.০০	৯৫,০০০.০০	৯০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০
(০৮)	ভ্রমণ ভাতা	১,০০,০০০.০০	২৬,৭৪৬.০০	১৭,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
(০৯)	উৎসব ভাতা	৪,৫০,০০০.০০	৪,৪৯,০০০.০০	৩,৭১,৬৭০.০০	৪,০০,০০০.০০
(১০)	কার্যভার ভাতা	৪০,০০০.০০	১৪,১১৪.০০	১৫,৪৫০.০০	৪০,০০০.০০
(১১)	পৌরকরের বিপরীতে	২০,০০০.০০	১৫,২০০.০০	১৪,০২০.০০	৩০,০০০.০০
(১২)	গ্রাচুইটি ও অবসরভাতা	৩৫,০০,০০০.০০	২১,০৮,৮০০.০০	১৬,০০,০০০.০০	৩৫,০০,০০০.০০
(১৩)	ভবিষ্য তহবিল চাঁদা পরিশোধ	১০,০০,০০০.০০	৭,৯৮,৪৭৫.০০	৪,১১,১৬৫.০০	১০,০০,০০০.০০
(১৪)	ভবিষ্য তহবিল মুনাফা	৩,০০,০০০.০০	---	---	৩,০০,০০০.০০
(১৫)	মহার্ঘ ভাতা/২০০৯ পে-কমিশন বকেয়া	---	---	---	---
(১৬)	বিভাগীয় অফিসের জন্য বাড়ী ভাড়া	১,৯০,০০০.০০	---	৭,৯১,২১২.০০	১,৯০,০০০.০০
	মোট ঃ	১,১৬,৩৫,০০০.০০	৮০,৪১,৪২০.০০	৭২,০৫,০৩০.০০	১,১১,৭০,০০০.০০
০৫।	বিভিন্ন অগ্রিম ঃ				
(০১)	মটর সাইকেল অগ্রিম				
(০২)	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম/মেরামত	৭০,০০০.০০	---	---	৭০,০০০.০০
(০৩)	ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	৩,০০,০০০.০০	---	---	৩,০০,০০০.০০
		৭,০০,০০০.০০	৬,১২,০০০.০০	৬,৭৯,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০
	মোট ঃ	১০,৭০,০০০.০০	৬,১২,০০০.০০	৬,৭৯,০০০.০০	১০,৭০,০০০.০০
০৬।	অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় ঃ				
(০১)	আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত	৭,০০,০০০.০০	২,৭০,৯২৬.০০	১,২৬,৭৫০.০০	৭,০০,০০০.০০
(০২)	টেলিফোন বিল	৫০,০০০.০০	৪৯,০২২.০০	৩০,০০০.০০	২৫,০০০.০০
(০৩)	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	২৫,০০০.০০	৩,৭২০.০০	১০,২০০.০০	২৫,০০০.০০
(০৪)	সার্ভিস ডাক টিকেট ক্রয়	৪,০০,০০০.০০	১,২২,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
(০৫)	মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়	১,০০,০০০.০০	৭৪,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
(০৬)	অফিস বাজনা	৩০,০০০.০০	১৭,৯০৭.০০	১৭,৯০৭.০০	৩০,০০০.০০
(০৭)	আনুষঙ্গিক ব্যয় (কন্টিজেন্সী)	৪,০০,০০০.০০	৩,৭৮,৯৫১.০০	২,১০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০
(০৮)	বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী ও আপ্যায়ন ব্যয়	৩,০০,০০০.০০	১,৪২,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
(০৯)	টাইপ মেশিন ক্রয় ও মেরামত	৩০,০০০.০০	২৪,০০০.০০	৩,০০০.০০	---
(১০)	বিজ্ঞাপন ব্যয়	৪০,০০০.০০	৩১,২০০.০০	২৫,০৯৮.০০	২৫,০০০.০০
(১১)	পানি ও বিজলী	২,০০,০০০.০০	২৭,০১৪.৪৩	---	২,০০,০০০.০০
(১২)	গাড়ীর জ্বালানী ব্যয়	২,১০,০০০.০০	১,৪১,৯৯৬.৭৫	৯৯,৫২৫.০০	২,০০,০০০.০০
(১৩)	ব্যাংক চার্জ/কমিশন	২,০০,০০০.০০	৪,৭৮,৭২১.০০	১,৯৯,৮০৪.০০	৩,০০,০০০.০০
(১৪)	কম্পিউটার ক্রয়, প্রশিক্ষণ এবং কম্পিউটার ও এ.সি. সংরক্ষণ	৪,০০,০০০.০০	৩,৫৭,১৪৪.০০	১,৩০,০০০.০০	১৩,০০,০০০.০০
(১৫)	গাড়ী ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫২,০০,০০০.০০	৪১,৮০০.০০	১,৭৫,০০০.২৬	৩,০০,০০০.০০
(১৬)	ফটোষ্টাট মেশিন ক্রয়/মেরামত	১,০০,০০০.০০	১৮,৩০০.০০	৭,৩০০.০০	১,০০,০০০.০০
(১৭)	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,০০০.০০	---	২,০০,০০০.০০
০৭।	ভবন নির্মাণ বাবদ	১০০,০০,০০০.০০	৬২,২৪৯.১০	---	২,০০,০০০.০০
	মোট ঃ	১,৬২,৭৫,০০০.০০	২২,৯৫,০৪১.২৫	১০০,০০০.০০	১,৩৩,০০,০০০.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় (৪+৫+৬+৭) ঃ	২,৯২,৮০,০০০.০০	১,০৯,৫৭,৭৪১.২৫	৫২,০০,২০৫.০০	২,৫২,৫৫,০০০.০০
	মোট ব্যয় নং (১+২+৩+৪+৫+৬+৭) ঃ	৫০,১৭,৮০,০০০.০০	৪৮,৩৪,৫৭,৭৪১.২৫	৪৯,১০,১৩,২৪৫.০০	২,৬৪,৯৫,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-)	(+) ৩,৭৯,৯৬২.০০	(+) ১,৮৭,১২,৫২০.৮০	(+) ১,২০,৫৯,৯৬২.০০	৫১,৭৬,০০,০০০.০০ (+) ৭,১২,৫২০.৮০
	মোট ঃ	৫০,২১,৫৯,৯৬২.০০	৫০,২১,৫৯,৯৬২.০০	৫০,৩০,৭৫,২০৭.০০	৫১,৮৩,১২,৫২০.৮০

শাহাবুদ্দিন আহমদ
যুগ্ম সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ [illegible]
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, যৌথবীমা তহবিল এর ২০১০ - ২০১১ অর্থ বছরের [illegible] বাজেট এবং ২০১১ - ২০১২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০১১-২০১২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়
১।(ক)	গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তাদের যৌথবীমা প্রিমিয়াম	৪,৫০,০০,০০০.০০	৪,৬৯,৮৯,২৪৭.০০	৩,৯০,৫৭,২৭৫.০০	৪,৫০,০০,০০০.০০
(খ)	১১টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রিমিয়াম	৩০,০০,০০০.০০	২৯,৭৫,২০১.০০	২৯,৯১,৩০০.০০	৩০,০০,০০০.০০
(গ)	নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের প্রিমিয়াম বাবদ সরকারী অনুদান	২৪,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০,০০০.০০	২৪,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০,০০০.০০
(ঘ)	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	২,৭৪,০০,৬৯৫.০০	২,৭০,৭৫,০০০.০০	৬,৯২,০৮,০০০.০০	৪,০৫,৯০,০০০.০০
(ঙ)	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	১২,০০,০০০.০০	৯,০৩,০০০.০০	১৪,২৬,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
(চ)	বিবিধ (অগ্রিম আদায় ও অন্যান্য)	১,৩০,০০০.০০	৯৬,২৭৪.০০	১,৬৭,১৮৮.০০	১,০০,০০০.০০
(ছ)	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৫,০০,০০০.০০	৪,৯০,০০০.০০	৪,২৫,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
(জ)	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম আদায়	২,৫০,০০০.০০	২,৪৪,৯৪০.০০	২,২৭,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০
২।	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অব্যয়িত অর্থ	৯,২৫,০২,৪৯১.০১	৯,২৫,০২,৪৯১.০১	---	২,৪৬,৮৮,১৯৬.০১
	মোট :	৬১,০০,১৩,১৬৬.০১	৪০,৯৬,০৬,১০৩.০১	৩৫,৩৪,৯১,৭৬৬.০০	৩৬,৫১,২৫,১৯৬.০১

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
০১।	যৌথবীমার দাবী পরিশোধ	৩৯,৫০,০০,০০০.০০	৩৭,৯০,০০,০০০.০০	২৫,৫০,০০,০০০.০০	৩৫,০০,০০,০০০.০০
	মোট :	৩৯,৫০,০০,০০০.০০	৩৭,৯০,০০,০০০.০০	২২,৫০,০০,০০০.০০	৩৫,০০,০০,০০০.০০
০২।(ক)	প্রাতিষ্ঠানিক খরচ:				
(১)	অফিসারদের বেতন	৮,০০,০০০.০০	৫,৫৪,৩০২.০০	৬,৯৫,১০৮.০৬	৬,০০,০০০.০০
(২)	কর্মচারীদের বেতন	২০,০০,০০০.০০	১৮,৬২,৪৮৮.০০	১৫,২৯,০৫৩.৭২	২২,০০,০০০.০০
(খ)	অন্যান্য ভাতাদি :				
(৩)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৫,০০,০০০.০০	১২,৪২,০০৯.০০	৯,৯০,১১১.১০	১৬,০০,০০০.০০
(৪)	চিকিৎসা ভাতা	২,৫০,০০০.০০	১,৮৮,০০০.০০	১,৪৫,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০
(৫)	যাতায়াত ও টিফিন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৬৬,৫৯৫.০০	৪৭,৮৭৭.৭৪	১,০০,০০০.০০
(৬)	কার্যভার ভাতা	৫০,০০০.০০	---	---	৫০,০০০.০০
(৭)	ধোলাই ভাতা	১০,০০০.০০	৫,৫০০.০০	৪,০০০.০০	১০,০০০.০০
(৮)	অবসর ভাতা	৩৫,০০,০০০.০০	২০,৩০,২৬০.০০	৪,৪২,৪৮৩.৪৮	৩৫,০০,০০০.০০
(৯)	চিত্ত বিনোদন ভাতা	১,২৫,০০০.০০	৫০,০৬০.০০	৪১,৯৮০.০০	১,০০,০০০.০০
(১০)	ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ (চূড়ান্ত)	১২,০০,০০০.০০	৮,৫৯,২৭৫.০০	১,৮২,০০০.০০	১২,০০,০০০.০০
(১১)	ভবিষ্য তহবিল স্থানান্তর	৩,০০,০০০.০০	---	---	৩,০০,০০০.০০
(১২)	ভ্রমন ভাতা	২,৫০,০০০.০০	৫৯,০০০.০০	২,৬৮,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
(১৩)	উৎসব ভাতা	৬,০০,০০০.০০	৩,৮২,২০৫.০০	২,৬৩,২৭০.০০	৫,০০,০০০.০০
(১৪)	সম্মানী ভাতা(বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের)	১,০০,০০০.০০	২২,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
(১৫)	মহার্ঘ ভাতা/বেতন স্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়নে	---	---	৬,৩৩,৮৮৬.৮৬	---
(১৬)	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	১,০০,০০০.০০	৪৪,১০০.০০	---	১,০০,০০০.০০
(১৭)	বাড়ী ভাড়া(বিভাগীয় অফিসের জন্য) এবং পানি ও বিজলী	৩,০০,০০০.০০		---	৩,০০,০০০.০০
	মোট :	১,১১,৮৫,০০০.০০	৭৩,৬৬,১০৫.০০	৫২,৫৩,০৭৮.৯৯	১,১০,১০,০০০.০০
০৩।	বিভিন্ন অগ্রীম				
(১)	সাইকেল অগ্রিম	---	------	---	---
(২)	মটর সাইকেল অগ্রিম	৭০,০০০.০০	----	---	৭০,০০০.০০
(৩)	গৃহ নির্মান অগ্রিম	৩,৫০,০০০.০০	---	---	৩,৫০,০০০.০০
(৪)	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	৫,০০,০০০.০০	১,৩০,০০০.০০	৩,৩৩,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	মোট :	৯,২০,০০০.০০	১,৩০,০০০.০০	৩,৩৩,০০০.০০	৯,২০,০০০.০০
০৪।	অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচ :				
(১)	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	৩,০০,০০০.০০	৮০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
(২)	ফটোষ্ট্যাট মেশিন/কম্পিউটার সংরক্ষণ	১,০০,০০০.০০	২০,৭৬০.০০	৫,৮০০.০০	৫০,০০০.০০
(৩)	সার্ভিস ডাক টিকেট ক্রয়	৩,০০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	১,৪৫,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০
(৪)	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	৫০,০০০.০০	৯,০০০.০০	২০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
(৫)	টাইপ মেশিন মেরামত	১০,০০০.০০	৪,০০০.০০	৫,০০০.০০	---
(৬)	মনোহারী দ্রব্য	১,০০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৪৮,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
(৭)	টেলিফোন	৫০,০০০.০০	১৮,৫৮১.০০	১৬,৯৯৪.০০	৫০,০০০.০০
(৮)	ব্যাংক চার্জ	২০,০০০.০০	১০,৬০১.০০	১০,৪৬৫.০০	২০,০০০.০০
(৯)	আনুষাঙ্গিক(কন্টিনজেন্সী)	১,০০,০০০.০০	৭০,৯৬১.০০	৫৬,৯৫৭.০০	১,২০,০০০.০০
(১০)	বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী ও আপ্যায়ন	৮০,০০০.০০	১৫,০০০.০০	১২,০০০.০০	৮০,০০০.০০
	মোট :	১১,১০,০০০.০০	৪,২১,৮০০.০০	৩,৭০,২১৬.০০	৮,০০,০০০.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (২+৩+৪)	১,৩২,১৫,০০০.০০	৭৯,১৭,৯০৭.০০	৫৯,৫৯,২৯৪.৯৯	১,২৭,০০,০০০.০০
	মোট কলাম নং (১+২+৩+৪)	৪০,৮২,১৫,০০০.০০	৩৮,৪৯,১৭,৯০৭.০০	২৬,০৯,৫৯,২৯৪.৯৯	৩৬,২৭,০০,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত / ঘাটতি	(+) ১৭,[illegible],১৬৬.০১	(+) ২,৪৬,৮৮,১৯৬.০১	(-) ৯,২৫,০২,৪৯১.০১	(+) [illegible].০১
	মোট :	৬১,০০,১৩,১৬৬.০১	৪০,৯৬,০৬,১০৩.০১	৩৫,৩৪,৯১,৭৬৬.০০	৩৬,৫১,২৫,১৯৬.০১